জরুরী

ফ্যাক্স/ই-মেইল/বিশেষ বাহক মারফত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখা
www.mofl.gov.bd

নং- ৩৩.০০.০০০০.১৩৭.১৪.০১১.১৭-**১৩০**

তারিখঃ ০৮ পৌষ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
২৩ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা গত ২১/১২/২০২১ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (ভবন নং-৬, কক্ষ নং ৫১০-৫১২, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০৩ (তিন) পৃষ্ঠা।

(নীলুফা আক্তার)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৪৬২৮৪
js_planning2@mofl.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(দৃঃ আঃ উপসচিব, বাজেট-২০)।**
২। সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা **(দৃঃ আঃ মহাপরিচালক, শিক্ষা ও সামাজিক)।**
৩। সদস্য (সচিব), কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৪। সদস্য (সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৫। সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই বাংলানগর, ঢাকা।
৬। অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-১), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।
১৩। প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।
১৪। প্রকল্প পরিচালক, "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্প, সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, বিএফআরআই, কক্সবাজার।
১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), ময়মনসিংহ।

অবগতি/প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য পরিকল্পনা-৩ শাখা
www.mofl.gov.bd

বিষয়ঃ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা গত ২১/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সন্নিবেশ করা হলো।

২.০ উপস্থাপনাঃ

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, বিএফআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ ও সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন ও গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির আজ ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এরপর প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বিএফআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আলোচ্য প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য মোট ১৬৮৬.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশ উপকূলে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন সীউইড প্রজাতির জরিপ ও সনাক্তকরণ, উপকূলে উপযুক্ত চাষ এলাকা নির্বাচন ও সীউইড প্রজাতির টেকসই চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সমুদ্র উপকূলে প্রাপ্য ও উৎপাদিত সীউইডের বাণিজ্যিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা হলো কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার, মহেশখালী, উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলা, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও কুয়াকাটা। ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯২.৭৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১২.৪৩%। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৮৭.১৭ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ৫৮.৫৫%।

৩.০ আলোচনাঃ

৩.১ প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম, অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি প্রথমে প্রকল্পের উদ্দেশ্যভিত্তিক কার্যক্রম ও তার অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম হলো-উপকূলে প্রাপ্য সীউইড প্রজাতির জরীপ পরিচালনা, সীউইড চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সীউইডের মান, রাসায়নিক ও ঔষধি গুণাবলী নির্ণয় ও সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার । জরীপ পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপকূলে মোট ১৪৩ প্রজাতির সীউইড পাওয়া যায়, যার অধিকাংশ খাদ্য হিসেবে উপযোগী। বাণিজ্যিক গুরুত্ব সম্পন্ন এবং খাদ্য হিসেবে উপযোগী বলে বিবেচিত হয় ২৩টি প্রজাতি। চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তিন ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, এর মধ্যে ভাসমান প্রযুক্তি অধিকতর ব্যবহার উপযোগী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। সীউইডের পুষ্টি মান, বায়োএক্টিভ কম্পাউন্ড ও ঔষধি গুণাবলী নির্ণয়ে বাংলাদেশে কোন অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি বা গবেষণাগার না থাকায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর গবেষণাগারে ও ভারতের এসজিএস ল্যাবরেটরিতে পুষ্টিমান ও গুণাবলী পরীক্ষা করা হয়।

৩.২ প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, বাংলাদেশে ইতিপূর্বে সীউইড নিয়ে বিস্তারিত কোন গবেষণা হয়নি এবং দেশে এ ধরনের কোন গবেষণাগার না থাকায় আরো গবেষণার জন্য আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিএফআরআই এর সাবস্টেশনে ৩০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সীউইড প্রসেসিং ল্যাবরেটরী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যেই অত্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত কমপ্লেক্সে একটি সি ওয়াটার রিজার্ভার (সরবরাহ লাইন ও পাম্পিং সিস্টেমসহ) নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণাগারের জন্য গবেষণা যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম, অফিস সরঞ্জাম ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। সভাপতির প্রশ্নের জবাবে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ল্যবরেটরি চালু হলে তার নিয়মিত ব্যবহার হবে মূলত উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান যাচাই কাজে। মোট ১৫টি গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে ০৭টি সম্পন্ন হয়েছে ও ০৫টি চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৩টি গবেষণা সমধর্মী হওয়ায় অন্যগুলোর সহিত একত্রিত করা হয়।

৩.৩ প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে ৬ জনমাস করে বৈদেশিক কনসালটেন্ট এবং বৈদেশিক টেকনিশিয়ান নিয়োগ, যারা আধুনিক এই গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি/মেশিনারী পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেবে। এ কারণে গবেষণাগার নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর এই সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। ২০২০ সালে এ জন্য EOI আহবান করা হলেও কোন response পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে গত ০২/০২/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল দেশে (জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন) সীউইড নিয়ে গবেষণা হয় সে সকল দেশের সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করেও বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর আইসোলেশন জটিলতার কারণে আগ্রহী কাউকে পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, গত ২৮/১০/২০২১ তারিখে পুনরায় EOI হয়। সভাপতি বলেন যে, যদি এবারও ল্যাব এর জন্য পরামর্শক ও টেকনিশিয়ান না পাওয়া যায়, তবে বিকল্প হিসেবে টেকনিশিয়ানকে এনে জনবল প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সময় কমিয়ে তিনমাস করা যেতে পারে।

৩.৪ প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রকল্প পরিচালকের জন্য ১টি যানবাহন সংগ্রহ নির্ধারিত থাকলেও কোভিড-১৯ এর কারণে যানবাহন ক্রয়ে অর্থবিভাগের নীতিমালার আলোকে যানবাহন ক্রয়ে অর্থবিভাগের সম্মতি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও ১টি বৈদেশিক শিক্ষাসফর বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। সভাপতি বলেন যে, বৈদেশিক শিক্ষাসফর বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে তবে প্রকল্প বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে যানবাহন ক্রয়ের যৌক্তিকতা নেই। যানবাহন ক্রয়ে সরকারী নীতির কারণে অর্থবিভাগের সম্মতি পাওয়ার সম্ভাবনা কম বিধায় এটি বাদ দেয়া যেতে পারে।

৩.৫ প্রকল্প পরিচালক আরও জানান, পটুয়াখালী নদী উপকেন্দ্রটির উত্তর ও পূর্বদিকে কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই। তাছাড়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ওয়ালের অবস্থা নাজুক ও ঝুঁকিপূর্ণ। উপকেন্দ্রের সম্মুখভাগে আন্ধারমানিক নদী সংলগ্ন অপর ১টি পন্ড-কমপ্লেক্সের কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই, ফলে প্রায়ঃশই অযাচিত অনুপ্রবেশসহ উপকেন্দ্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। উপকেন্দ্রের নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রীল ফেন্সিংসহ বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা জরুরি। বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণে টাকার সংস্থান সম্পর্কে জনতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের কিছু কম্পোনেন্ট যেমন-স্টাডিট্যুর, জালানি এবং টিএ/ডিএ খাতসহ অন্যান্য খাত হতে প্রায় ১৬৩.৬৫ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। এই সাশ্রয়কৃত টাকা থেকে ডিপিপি আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যয় সংস্থান করা যাবে।

৩.৬ মহাপরিচালক, বিএফআরআই বলেন, বাউন্ডারী ওয়াল করা জরুরী। নতুবা নিরাপত্তা সংকটে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। তিনি আরও জানান, বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ সীউইডজাত পণ্যের বাজার তৈরি এবং বিভিন্ন পর্যটন স্থান (যেমন-কক্সবাজার, কুয়াকাটা, রাঙ্গামাটি ইত্যাদি) পয়েন্টে Food Festival এর আয়োজনসহ কর্মশালা করা যেতে পারে। সভাপতি বলেন, Food Festival এর আয়োজন এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ সম্প্রসারণ Market Chain উন্নয়ন বিষয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে।

৩.৫ সভায় অতিরিক্ত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, বিবেচ্য প্রকল্পটি চলতি অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। গবেষণাগার নির্মাণের পর স্থাপিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার পূর্বে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। নতুন গবেষণাগার পুরোপুরি কার্যক্রম এবং ব্যবহার উপযোগী করার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন। তাছাড়া, সীউইড মৌসুমভিত্তিক হওয়ায় পরবর্তী সাইকেল ধরার জন্যও সময় প্রয়োজন হবে। সেজন্য তিনি সর্বোচ্চ ৬ মাস প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। সভায় পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি প্রকল্প শেষে কারা পরিচালনা করবে জানতে চাইলে বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক জানান, প্রকল্প শেষ হলে উক্ত যন্ত্রপাতি নিজস্ব জনবল দ্বারা পরিচালিত হবে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি আরও জানান যে, বেতন-ভাতা খাত হতে অন্য খাতে অর্থ স্থানান্তর করা যাবে না। বিদ্যমান অব্যয়িত অর্থের দ্বারা ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে তিনি অভিমত পোষণ করেন। আইএমইডি'র প্রতিনিধি জানতে চান, কোন কোন খাতে হ্রাস/বৃদ্ধি করা হবে তা নির্দিষ্ট এবং যে অর্থ সাশ্রয় হবে সেগুলো ফেরত দেয়া যুক্তিসঙ্গত হবে। গবেষণাগার কার্যকরী করার স্বার্থে তিনি ৬ মাস মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে একমত পোষণ করেন। সভায় উপস্থিত অর্থ বিভাগ ও এনইসি-একনেক-এর প্রতিনিধি উক্ত বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩.৬ সভায় সভাপতি মহোদয় বলেন, প্রকল্প শেষে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, নতুন প্রযুক্তি, গবেষণা ফলাফল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একটি প্রকাশনা থাকা প্রয়োজন। যাতে ভবিষ্যতে কেউ কাজ করতে চাইলে তা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। সর্বশেষ তিনি অভিমত পোষণ করেন যে, প্রকল্পের আওতায় গবেষণাগার নির্মাণ শেষ হবার সাথে সাথে প্রকল্প মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে গবেষণাগার অব্যবহৃত থেকে যাবে। তাছাড়া কোভিড কারণে বিদেশী পরামর্শক না পাওয়াটা বাস্তবতা ছিল।

৪.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

৪.১ গবেষণালব্দ ফলাফল প্রকাশনা করে তা কর্মশালার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারগণকে অবহিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে;

৪.২ বৈদেশিক পরামর্শক না পাওয়া গেলে বিকল্প হিসেবে বিদেশী টেকনিশিয়ানকে এনে জনবল প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে;

৪.৩ বেতন ভাতা খাত হতে কোন টাকা হ্রাস না করে খেপুপাড়া উপকেন্দ্রে গ্রিল ফেন্সিংসহ বাউন্ডারি ওয়াল আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

৪.৪ Food Festival এর আয়োজন এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ সম্প্রসারণ Market Chain উন্নয়ন বিষয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে; এবং

৪.৫ আন্তঃখাত সমন্বয়সহ প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়।

৫.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সচিব

বিষয়ঃ "বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর ৪র্থ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা।

স্থানঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (ভবন নং-৬, কক্ষ নং-৫১০-৫১২) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ ও বারঃ ২১/১২/২০২১, মঙ্গলবার।

সময়ঃ সকাল ১০.৩০ ঘটিকা।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১.	কাজী শামস আফরোজ মহাপরিচালক	মৎস্য অধিদপ্তর	০১৭১১৯৬৮৮৪৪	[signature] ২১/১২/২১
২.	মো: তৌফিকুল আরিফ অতি: সচিব	মৎপ্রাম	০১৭১১৬৪৩৮১৬	[signature]
৩.	ড. মো: মশিউর রহমান যুগ্ম-সচিব	মৎপ্রাম	01517261679	[signature] 21/12/21
৪.	মোহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান যুগ্মপ্রধান	কৃষি, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরি: কমিশন	০১৭১৫৫৪৫১২৮	[signature] ২১/১২/২০২১
৫.	নীলুফা আক্তার যুগ্ম প্রধান	মৎপ্রাম	-	[signature] ২১/১২/২১
৬.	নুসরাত নোমান যুগ্ম প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ	01711137608	[signature] 21/12/21
৭.	মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান যুগ্মসচিব	মৎপ্রাম	০১৭৫৮৬৪৫৬৮৮	[signature] ২১/১২/২০২১
৮.	মোহা: মোজাম্মেল হক উপসচিব	মৎপ্রাম	০১৭১১০১৬৭৮	[signature] ২১/১২/২১
৯.	ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ মহাপরিচালক, বিএফআরআই	BFRI	01712566134	[signature] ২১/১২/২১
১০.	আবদুল্লাহ আল মামুন মহাপরিচালক	IMED	01715134059	[signature] ২১/১২/২০২১
১১.	মো. শহীদুল ইসলাম PSO, BFRI	BFRI	01716193493	[signature] 21/12/21

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	সংস্থার নাম	মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১২.	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান [illegible] [illegible] (উপসচিব)	[illegible] অ/বি	01712659365	[signature]
১৩.	নূর [illegible] প্রোগ্রামার, MoFL	MoFL	01912335785	[signature]
১৪.	মোঃ [illegible] ~~BFR~~ XEN	BFR	01732106[illegible]	[signature]
১৫.	Golam Mainuddin Hassan PS to Secy	MoIf	01812280525	[signature]
১৬.	Dr. M. A. Yusuf J.S.	Finance Division	01971 507044	[signature]
১৭.	[illegible] বেগম [illegible] Addl. Secy.	MoFL	01712-749920	[signature] [illegible]/১২/২১
১৮.				
১৯.				
২০.				
২১.				
২২.				